গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(আইন-৪ অধিশাখা)
www.minland.gov.bd

ভূমির সেবা হচ্ছে ডিজিটাল

স্মারক নম্বর ৩১.০০.০০০.০৪৫.০৪৫.৫৩.০৩২.১৭-১১৯ তারিখ : ১৩/০৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ ও উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত খসড়া বিধিমালা, ২০২০' এর কপি প্রেরণ।

সূত্র: ভূমি সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষে ১২/০৫/২০২০তারিখের সদয় মৌখিক নির্দেশ।

ভূমি সচিব মহোদয় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত আইনের আওতায় প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়া মূল আইনের ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়াটি আরো পর্যালোচনা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এজন্য মূল আইন ভালোভাবে পড়ে তার আলোকে খসড়া গভীরভাবে (read between lines) পঠনান্তে চিন্তাকরণ এবং মূল আইনের মূল ভাবের (essence) সাথে মিল রেখে প্রস্তুতকৃত খসড়ার উপর মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তার স্বতন্ত্র, বস্তুনিষ্ঠ মতামত গ্রহণ প্রয়োজন মর্মে জানান। এজন্য তিনি মূল আইন এবং প্রস্তুতকৃত বিধিমালার খসড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা নিকট (অফিস বা আবাসিক ঠিকানায়) আবশ্যিকভাবে পৌছানোর জন্য নির্দেশনা দেন।

০২। কর্মকর্তাদের নিকট উক্ত কপি পৌছানোর দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন উইং নিশ্চিত করবেন মর্মে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের আইন-৪ অধিশাখা উল্লিখিত আইন এবং প্রস্তাবিত বিধিমালার কপি প্রশাসন উইং এ সরবরাহ করবে মর্মে তিনি নির্দেশনা দেন। এ নির্দেশনার আলোকে উল্লিখিত আইন এবং খসড়ার কপি নির্দেশক্রমে তাঁর বরাবর প্রেরণ করা হলো।

০৩। উল্লেখ্য, সচিব মহোদয় বিষয়টি মনিটর করবেন মর্মে উপস্থিত কর্মকর্তাদের জানান।

সংযুক্তি:

(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (সকল সংশোধনী সমন্বিত)— ১২ (বার) পাতা;

(২) প্রস্তাবিত 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০' (খসড়া)-এর কপি-১১ (এগার) পাতা।

১৩/০৫/২০

মোঃ রাশেদুল হাসান
যুগ্মসচিব
ফোন : ৯৫৪০১৬৮

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১
(২০০১ সনের ১৬ নম্বর আইন)
(সকল সংশোধনী সমন্বিত)

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই এপ্রিল, ২০০১ (২৮শে চৈত্র, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০১ সনের ১৬নং আইন (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত)

অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।— এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অর্পিত সম্পত্তি" অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সরকারে ন্যস্ত সম্পত্তি;

(খ) "অর্পিত সম্পত্তি আইন" অর্থ—

(অ) Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965) (যাহা ১৬/০২/১৯৬৯ ইং তারিখ পর্যন্ত কার্যকর ছিল);

(আ) উক্ত Ordinance No. XXIII of 1965 এর অধীনে প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 এবং উক্ত Rules এর অধীন প্রদত্ত আদেশের যতটুকু দফা (উ)তে উলেখিত Act বলে হেফাজতকৃত;

(ই) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisional) Ordinance, 1969 (Ord. No. 1 of 1969) (যাহা Act XLV of 1974 দ্বারা রহিত);

(ঈ) Bangladesh (Vesting of Property and Assets) Order, 1972 (P.O. No. 29 of 1972) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উলিখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;

(উ) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 (XLV of 1974); এবং

(ঊ) Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 (XLVI of 1974) (যাহা Ord. No. XCII of 1976 দ্বারা রহিত) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উলিখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;

(গ) "অস্থায়ী ইজারা" অর্থ, অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা এবং কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা;

(ঘ) "আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল;

[৪](ঘঘ) বিলুপ্ত;

(ঙ) "জেলা প্রশাসক" বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত;

(চ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১৬ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল;

৪[(ছ) "ডিক্রী" অর্থ ধারা ১০(৮) ও ধারা ১৮(৬) এর অধীনে যথাক্রমে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;

(জ) "তত্ত্বাবধায়ক" অর্থ অর্পিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীন নিযুক্ত Custodian, Additional Custodian, Deputy Custodian বা Assistant Custodian;

(ঝ) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(ঞ) "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি" অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এইরূপ সম্পত্তির মধ্যে—

(অ) যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল; বা

(আ) যাহা "প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি" অর্থাৎ দেবোত্তর সম্পত্তি, মঠ, শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাস্ট সম্পত্তি এবং যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল;

ব্যাখ্যা—ধারা ৬ এর দফা (ক) হইতে (চ) তে উলিখিত কোন সম্পত্তি উক্তরূপ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে না—তবে উক্ত ধারা দফা (চ) এর শর্তাংশে উলিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ট) ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" অর্থ ধারা ৯ এর অধীনে প্রকাশিত ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা;

(ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

৪[(ঠঠ) বিলুপ্ত;

১[(ড) 'মালিক' অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor in interest), বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) বা উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন;

(ঢ) অর্পিত সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, "সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে" অর্থ সরকারের সরাসরি দখলে বা সরকার প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারা বা ভাড়া বা অনুমতিসূত্রে সরকারের পরোক্ষ দখলে বা নিয়ন্ত্রণে, বা এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বা তৎপূর্বে উক্তরূপ অস্থায়ী ইজারা, ভাড়া বা অনুমতির মেয়াদ শেষ হইয়া থাকিলে উহার নবায়ন হইয়া থাকুক বা না থাকুক উক্ত সম্পত্তি;

(ণ) "স্থায়ী ইজারা" বলিতে নিম্নবর্ণিত ইজারা অন্তর্ভুক্ত—

(অ) ৯৯ (নিরানব্বই) বৎসর মেয়াদী ইজারা;

(আ) অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসর মেয়াদী বা তদুর্ধ্ব মেয়াদী ইজারা যাহা Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 (E. B. Act XXIII of 1949) এর section 8 এর অধীনে উক্ত মেয়াদের পর স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়; এবং

(ই) কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসর বা তদুর্ধ্ব মেয়াদী এমন ইজারা যাহা সংশিষ্ট ইজারা দলিল বলে উক্ত মেয়াদ শেষে স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়।

২[(ত) "ক তফসিল" অর্থ এই ধারার দফা (ঞ)-তে বর্ণিত সম্পত্তি;

৪[(থ) বিলুপ্ত;

২[(দ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের অধীন সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত 'ক' ৪[তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির তালিকা;

[৪](ধ) বিলুপ্ত;

৩। আইনের প্রাধান্য।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। দেওয়ানী কার্যবিধির সীমিত প্রয়োগ।—এই আইনের অধীন কোন কার্যধারায় দেওয়ানী কার্যবিধির নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ—

(ক) এই আইনে বা বিধিতে কোন বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন বিধান যতটুকু প্রযোজ্য মর্মে বিধান করা হয় ততটুকু; এবং

(খ) উক্ত কার্যবিধির ১১ ধারা।

৫। মালিক, প্রমুখের নিকট প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং ইহার ফলাফল।—(১) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি উহার মালিকের নিকট বা ক্ষেত্রমত, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি ধারা ১৫ অনুসারে সেবায়েত বা

মোহন্ত বা পরিচালনা কমিটির নিকট, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যর্পণ করা হইবে; এবং উক্তরূপে প্রত্যর্পিত সম্পত্তির উপর সরকারের স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার ও সকল দায়-দায়িত্ব বিলুপ্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তিতে সরকার বা সরকারের অনুমোদিত দখলদার সরকারের অনুমতিসহ কোন স্থাপনা নির্মাণ করিয়া থাকিলে বা উহাতে কোন অস্থাবর (movable) সম্পত্তি থাকিলে সরকার বা ক্ষেত্রমত উক্ত দখলদার তাহা সরাইয়া লইতে পারিবেন।

(২) কোন অর্পিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে জমা থাকা ক্ষতিপূরণের টাকা উহার মালিককে এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রদান করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীনে কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি কৃষি ভূমি হইলে উহা প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, 1984 (X of 1984) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৬। **কতিপয় সম্পত্তি ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়** অন্তর্ভুক্তি **নিষিদ্ধ**।—৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নহে মর্মে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যথাযথ আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি;

(খ) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময় তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইয়াছে এরূপ কোন সম্পত্তি;

(গ) সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত বা স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি;

(ঘ) কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট ন্যস্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার আওতাধীন সম্পদ বা উহার কোন অংশবিশেষ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই হস্তান্তরিত সম্পত্তি;

(ঙ) এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন প্রকারের সিকিউরিটি;

(চ) জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোন অর্পিত সম্পত্তিঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণ-পূর্ব মালিককে বা তাহার উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ এই আইনের বিধান অনুসারে প্রদান করা হইবে যদি উক্ত মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী ১বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।

৭। ৪[**প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দাবীতে নূতন মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন নিষিদ্ধ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে মর্মে বা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি কোন সম্পত্তি ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি নহে মর্মে কোন আদালতে মামলা দায়ের করিতে বা এইরূপ সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য তত্ত্বাবধায়কের নিকট কোন দাবী উত্থাপন করিতে বা উহার ব্যাপারে নামজারীর জন্য কোন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট কোন আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) এইরূপ মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন বা আবেদন করা হইলে আদালত বা ক্ষেত্রমত তত্ত্বাবধায়ক উক্ত দাবী বা রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত আবেদন সরাসরি নাকচ করিবেন।

৩[৮। ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য **সম্পত্তির** হস্তান্তর **নিষিদ্ধ**।—এই আইনের অধীন অবমুক্তি বা প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি ৪[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ বিক্রয়, দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।

---

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর ২ ধারার 'খ' উপধারা অনুযায়ী ধারা ২ এ উপ-ধারা (ড) প্রতিস্থাপিত, ৩ ধারা অনুযায়ী ধারা ৬ এর শেষে "অব্যাহতভাবে" শব্দটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

২. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ২ক অনুযায়ী (ত) উপধারা প্রতিস্থাপিত, ২ ধারার 'খ' উপধারা অনুযায়ী নতুন (দ) উপধারা সংযোজিত হইয়াছে।

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ৩ ধারা অনুযায়ী ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৪. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ২, ৩, ৪, ৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ২-এর দফা (ঘঘ),(ঠঠ),(থ),(ধ) বিলুপ্ত, দফা (ছ), ধারা ৬, ৭, ৮ এ 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, দফা (দ) এ কতিপয় শব্দ প্রতিস্থাপিত , (ট) এ কতিপয় শব্দ বিলুপ্ত হইয়াছে।

৯। ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ।—১[(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ কার্যকর হইবার ৭[৩০০ (তিনশত)] দিনের মধ্যে সরকার এই ধারার বিধান অনুযায়ী 'ক' ৫[তফসিলে বর্ণিত ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির মৌজা ভিত্তিক ৭["উপজেলা বা থানা বা]" জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে;]৩

৭ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব না হইলে, সরকার সুনির্দিষ্ট কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে।

৪[(১ক) উপধারা (১) এর অধীন ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন {অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩} কার্যকর হইবার পর, সরকার, জনস্বার্থে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করিবে।

১[(২) উক্ত তালিকায় মৌজা-ওয়ারী (ক) ৫[তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (যেমনঃ- উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি, উক্ত সম্পত্তি জমি হইলে খতিয়ান নম্বর (সাবেক ও হাল) ও দাগ নম্বর (সাবেক ও হাল), পরিমাণ, ইত্যাদি) তথ্যাদি থাকিবে।]

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উপ-ধারা (২) অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বিবরণ, অধিগ্রহণের তারিখ এবং জমাকৃত অর্থের পরিমাণ উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) উক্ত তালিকা প্রকাশের সংগে সংগে সরকার—

(ক) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এতদবিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে;

(খ) প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত তালিকার পর্যাপ্ত কপি সরবরাহ করিবে, যাহাতে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি উহার নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারেন।

১[(৬) এই ধারার অধীনে 'ক' ৫[তফসিলে বর্ণিত এবং গেজেটে প্রকাশিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তনহে এমন কোন সম্পত্তি অর্পিত বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকারের কোন স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার বা দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।

৯ক। বিলুপ্ত;]৫ ৯খ। বিলুপ্ত;]৫ ৯খখ। বিলুপ্ত;]৫ ৯গ। বিলুপ্ত;]৫ ৯ঘ। বিলুপ্ত;]৫

১০। ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদন, রেজিষ্ট্রি, রায় ও রায়ের অনুলিপি।—(১) ৩ধারা ৯ এর অধীন গেজেটে প্রকাশিত 'ক তফসিলভূক্ত' অর্পিত] সম্পত্তির মালিক উক্ত সম্পত্তি তাহার অনুকূলে প্রত্যর্পণের জন্য, উক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৩[৩০০ (তিনশত)] দিনের মধ্যে, ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের সহিত তাহার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন।

৪[(১ক) উপধারা (১) এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন {অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩} কার্যকর হইবার পর ৩১ ডিসেম্বর]৫ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ট্রাইবুনালে আবেদন দায়ের করা যাইবে।

(২)ধারা ৯(৪) অনুযায়ী উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দাবীদার উপ-ধারা (১) অনুসারে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিবেন এবং আবেদনের সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন; তবে এই আবেদনে তিনি জমাকৃত অর্থ বাবদ কোন সুদ দাবী করিতে পারিবেন না বা এইরূপ সুদ পাওয়ার অধিকারীও হইবেন না।

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না, বরং উহা প্রত্যর্পণের জন্য ১৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করেন যে, ধারা ৬ অনুসারে উক্ত সম্পত্তি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত তালিকা হইতে উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় ধারা ৬ তে উলিস্নখিত কোন সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে সংশিস্নষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (১) এ উলেস্নখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

(৫) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত সকল আবেদন একটি স্বতন্ত্র রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হয় উহার বিপরীতে সংশিস্নষ্ট আবেদন বা আবেদনসমূহকে নম্বরযুক্ত করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) এই ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল—

(ক) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আবেদন এই আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কিনা এবং আবেদনের সমর্থনে আপাতঃদৃষ্টে পর্যাপ্ত কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবে;

(খ) আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হইলে সরকারের পক্ষে সংশিস্নষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে নোটিশ দিবে;

(গ) উপস্থাপিত আবেদন বা আবেদনসমূহ (যদি থাকে) ও সরকারের কোন বক্তব্য থাকিলে তৎসম্পর্কে উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিবে; এবং

(ঘ) ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় কোন বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকিলে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে কোন বিচার বিভাগীয় বা কোন সরকারি কর্মকর্তা বা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে এই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে এবং সংশিষ্ট অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনান্তে রায় প্রদান করিতে পারিবে।

৩(৭) এই আইনের অধীনে কোন আবেদন প্রাপ্তির ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উহার রায় প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিতে পারিবে:।৩

৪।আরো শর্ত থাকে যে, উলিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে:।৩

৪[(৭ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কোন ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৭) এ উলিখিত সময়-সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যা, আঞ্চলিক এখতিয়ার ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এই ধারার অধীন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সময়-সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৮) ট্রাইব্যুনালের রায় লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে ঃ—

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের বক্তব্য, যদি থাকে, এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) দাবীকৃত সম্পত্তি বা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উহার বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতি-পূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(গ) আবেদন উপ-ধারা (১) এ উলিখিত সময়সীমার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে পেশ করা হইয়াছে কিনা;

৭[(ঘ) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বা ক্ষেত্রমত উপরোক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন করা হইলে আবেদনকারী—

(অ) তাহার দাবীকৃত সম্পত্তি বা ক্ষেত্রমত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মালিক কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; এবং

৪[(আ) ৫দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত।

(ঙ) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন আবেদন থাকিলে সংশিষ্ট সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(চ) উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;

(ছ) আবেদনকৃত প্রত্যর্পণ, ক্ষতিপূরণ বা অবমুক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ।

(৯) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বা উহাকে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া রায় প্রদান করিলে, রায় প্রদানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে, উক্ত রায় ভিত্তিক একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিবে।

(১০) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালের—

(ক) রায় ঘোষণার অনধিক ৩[৩০(ত্রিশ)] দিনের মধ্যে আগ্রহী পক্ষ উক্ত রায়ের ও ডিক্রীর অনুলিপির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং অনুলিপি সরবরাহের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে ট্রাইব্যুনাল পরবর্তী ৩[৩০(ত্রিশ)] দিনের মধ্যে উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

(খ) অন্য যে কোন আদেশের অনুলিপির জন্য যে কোন আগ্রহী পক্ষ যে কোন সময় আবেদন করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল, এইরূপ অনুলিপির ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, অনধিক ২[৩০(ত্রিশ)] দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

১১। ডিক্রী বাস্তবায়ন।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল উহার ডিক্রী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, ডিক্রী প্রস্তুত হওয়ার ৪৫(পঁয়তালিশ) দিন পর, রায় ও ডিক্রীর অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং জেলা প্রশাসক এই ধারা অনুযায়ী উক্ত ডিক্রী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) ডিক্রীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন আপীল শুনানীর জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল ৫কর্তৃক গৃহীত হইলে উক্ত ডিক্রীর বাস্তবায়ন স্থগিত থাকবে।

(৩) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ডিক্রী থাকিলে এবং উহা সরকারের সরাসরি দখলে থাকিলে জেলা প্রশাসক উহার দখল অবিলম্বে ডিক্রী প্রাপককে এবং অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ডিক্রী প্রাপককে প্রদান করিবেন।

(৪) ডিক্রীকৃত সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জেলা প্রশাসক—

(ক) অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশ দিয়া দখল পরিত্যাগের নির্দেশ দিবেন এবং তদনুসারে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ করিলে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া দিবেন; এবং

(খ) নোটিশ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ না করিলে পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রমত কোন স্থাপনা অপসারণ করিয়া পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দখলদারকে উচ্ছেদক্রমে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুযায়ী ডিক্রী প্রাপককে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়া হইলে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক—

(ক) তৎসম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) সংশিষ্ট রাজস্ব অফিসে ডিক্রীকৃত সম্পত্তি বাবদ রক্ষিত রেকর্ড অব রাইটস পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশোধপূর্বক উহাতে ডিক্রী প্রাপকের নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করিবেন, এবং উক্তরূপে সংশোধিত রেকর্ড অব রাইটস এর অনুলিপি তাহাকে প্রদান করিবেন।

(৭) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ অবিভক্ত বা অবিভাজ্য অবস্থায় থাকিলে জেলা প্রশাসক বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রযোজ্যক্ষেত্রে খসড়া নক্সাসহ, একটি প্রতিবেদন ও এতদবিষয়ে কোন সুপারিশসহ, যদি থাকে, একটি প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং এইরূপ প্রতিবেদন উপ-ধারা (১) এর অধীনে ডিক্রীর অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল ডিক্রীকৃত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য উহার বিবেচনামত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদনুসারে জেলা প্রশাসক পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উপ-ধারা (৪) ও (৬) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং এতদবিষয়ে একটি প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন।

৪[(৯) বিলুপ্ত।

১২। অবমুক্তির সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি।—এই আইনের অধীনে কোন সম্পত্তি ৫[প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইলে—

(ক) উক্ত সম্পত্তি ধারা ৬ তে উলিখিত প্রকারের সম্পত্তি হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে; এবং

(খ) যে ব্যক্তির আবেদনে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় তাহার স্বত্ব বা দখল বা অন্য কোন অধিকার উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ঘোষণা বা বহাল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না;

(গ) অন্য কোন আইনের অধীনে উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আবেদনকারী বা অন্য কোন ব্যক্তির বৈধ অধিকার থাকিলে তাহা ক্ষুন্ন হইবে না।

---

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর ৪ ধারার খ ও গ উপধারা অনুযায়ী ধারা ৯ এ উপধারা (১), (২) ও (৬); ৬ ধারা অনুযায়ী ধারা ১০ এর (৮) উপধারার (ঘ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন,২০১২ এর ৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ৯(১) এ"১৫০ সংখ্যার পরিবর্তে "৩০০(তিনশত)"সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ৩ (ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ৯(১) এ মৌজাভিত্তিক এর পর "উপজেলা বা থানা বা" শব্দগুলি সংযোজিত; ধারা ৩(খ) মতে ধারা ৯(১) এ কোলন ও শর্তাংশ সন্নিবেশিত; ধারা ৫ এর উপধারা 'খ' এর দফা (অ) অনুযায়ী ধারা ১০(১) এ শব্দুগুলি প্রতিস্থাপিত; ধারা ৫ এর উপধারা 'খ' এর দফা (আ) অনুযায়ী ৩০০ দিন প্রতিস্থাপিত; ধারা ৫ এর উপধারা (গ) অনুযায়ী ধারা ১০ এর উপধারা (৭), উপধারা (ঘ) দফা (অ) অনুযায়ী ধারা ১০(১০)(ক)এর ও ১০(১০)(খ) এ সংখ্যা ৭ ও ১৫ এর স্থলে ৩০(ত্রিশ) এবং দফা (আ) অনুযায়ী সংখ্যা ১৫ এর স্থলে ৩০(ত্রিশ) প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৪. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ৪ ধারাা অনুযায়ী ধারা ৯ এর উপধারা ১ক সন্নিবেশিত; ১০(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১০ এর উপধারা ১ক সংন্নিবেশিত; ১০(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১০(৭) এর দুটি শর্তাংশে কতিপয় শব্দ বিলুপ্ত; ১০(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১০-এ উপধারা ৭ক সন্নিবেশিত; ধারা ১০(ঘ) অনুযায়ী ১০(৮) ধারার (ঘ) দফার (আ) উপদফা প্রতিস্থাপিত; ১১(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১১ এর (৯) উপধারা বিলুপ্ত হইয়াছে।

৫. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ৬,৭,৮,৯,১০ ধারা অনুযায়ী ধারা ৯, ৯(১)(১ক),১০,১২-এ অর্পিত শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পনযোগ্য' শব্দটি ও ১০(১ক) এ '৩১ ডিসেম্বর' প্রতিস্থাপিত; ধারা ৯(১)(২)(৬) এ "ও (খ)" শব্দ,বর্ণ ও চিহ্ন; ধারা ৯ক,৯খ,৯খখ,৯গ,৯ঘ; ধারা ১০(৮)(ঘ)(আ) এ 'এবং' শব্দটি; ধারা ১১ এ 'বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দসমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৩। ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার abatement, কার্যধারা বন্ধ ও ট্রাইব্যুনালে দাবী উত্থাপন।—(১) ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে যদি কোন আদালতে এমন দেওয়ানী মামলা অনিষ্পন্ন থাকে যাহাতে উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবী করিয়া বা উহা অর্পিত সম্পত্তি মর্মে দাবী করিয়া কোন প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে, বা যদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট এমন কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকে, যাহাতে উক্ত সম্পত্তিকে ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন করা হইয়াছে, তাহা হইলে—

(ক) ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা] সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে উক্ত মামলায় উক্ত সম্পত্তি যতটুকু জড়িত ততটুকু বাবদ মামলাটি আপনা আপনি abated হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এইরূপ abatement এর জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত আদালত প্রদত্ত কোন আদেশ (আনুষ্ঠানিক abatement আদেশ ব্যতীত) এর কার্যকারিতা থাকিবে না;

(গ) উক্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে তত্ত্বাবধায়ক উক্ত কার্যধারা কার্যক্রম বন্ধ করিবেন এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রদত্ত আদেশ (কার্যক্রম বন্ধকরণের আদেশ ব্যতীত) এর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তির মালিক উহা প্রত্যর্পণের জন্য বা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধারা ৬ প্রযোজ্য হইলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি উহা ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য বা জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের জন্য ৩ট্রাইব্যুনালের নিকট, এবং কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হইলে উক্ত ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট, আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ আবেদন উপস্থাপন ও নিষ্পত্তির ও সংশিষ্ট ডিক্রী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধারা ৩১০,১১ এবং ক্ষেত্রমত ধারা ১৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৪। অস্থায়ী ইজারা প্রদত্ত ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান।—৭(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং তিনি প্রচলিত আইন অনুযায়ী উহা ইজারা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ইজারা প্রদত্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যর্পণের জন্য ট্রাইব্যুনালের ডিগ্রী থাকিলে, তদানুযায়ী ডিক্রী প্রাপককে ধারা ১১ তে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দিতে হইবে।

১৫। প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান।—(১) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে উহার সেবায়েত, বা উহা মঠ হইলে উহার মোহন্ত, বা উহা শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্র বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাষ্ট বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হইলে উহার পরিচালনা কমিটি (যে নামেই অভিহিত হউক) এর কোন সদস্য, বা ট্রাস্টি বা এইরূপ সেবায়েত বা মোহন্ত বা কমিটি না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন স্থানীয় নাগরিক, উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের ৭৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে—

(ক) দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী তাহার দাবীমতে সেবায়েত বা মোহন্ত কিনা এবং বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তাহা নির্ধারণ করিয়া উক্ত সেবায়েত বা মোহন্তের নিকট, উক্ত সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৫) এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণক্রমে, উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত সম্পত্তির কোন সেবায়েত বা মোহন্ত না থাকিলে, বা উহা শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে, উহার ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ পরিচালনার উদ্দেশ্যে, স্থানীয় সংশিষ্ট সম্প্রদায়ের অনধিক পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করিয়া এই কমিটির নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (১) এর অধীনে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক এইরূপ আবেদন একযোগে নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তি বা উহার কোন অংশবিশেষ ধারা ৬ অনুসারে ৩প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে বিধায় উহা অবমুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) বা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক—

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম স্থগিত রাখিবেন; এবং

(খ) উক্ত আবেদনের ব্যাপারে এই আইনের অধীনে প্রদত্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬। ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন।—৩(১) এই আইনের অধীন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার জন্য একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং, প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) কোন জেলার জন্য একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইলে—

(ক) ট্রাইব্যুনাল স্থাপনকারী প্রজ্ঞাপনে সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে যে, উহাতে উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালে সকল আবেদন পেশ করা হইবে, এবং

(খ) উক্ত ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(৩) ৩বিলুপ্ত।

(৪) ৩যুগ্ম জেলাজজ বা সিনিয়র সহকারী জজ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার ট্রাইব্যুনাল বা অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারককে ট্রাইব্যুনালের জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২[(৪ক) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর অধীনট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে সংশিষ্ট ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) নির্ধারণ করিয়া দিবে;

(৫) ২বিলুপ্ত।

১৭। ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।—ট্রাইব্যুনাল—

(ক) ৩ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত আবেদন এই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি এবং এই আইনে প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন মামলা নিষ্পত্তি বা অন্য কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না ;

(খ) কোন সম্পত্তি ৩প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে পেশকৃত আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ করিবে না, বরং উহা সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে;

(গ) ৩প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে ধারা ১০ অনুসারে উক্ত ধারার উপ-ধারা (৮) তে উলিখিত প্রশ্নে বা উক্ত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে উহার সহিত সরাসরি জড়িত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে; অন্য কোন প্রশ্নে বা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না;

(ঘ) উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে এইরূপ আবেদন একযোগে শুনানী করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি রায়ের মাধ্যমে উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১৮। আপীল।—(১) উপ-ধারা (২) এ উলিখিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তসমূহের বিরূদ্ধে শুধুমাত্র আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করা যাইবে; ট্রাইব্যুনালের অন্য কোন সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আপীল ট্রাইব্যুনালে বা অন্য কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত সিদ্ধান্তের বৈধতা, যথার্থতা বা সঠিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, এবং তাহা করা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল বা উক্ত অন্য আদালত বা কর্তৃপক্ষ সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালের নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আপীল ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী বা প্রতিপক্ষ আপীল দায়ের করিতে পারিবেন ঃ—

(ক) ৩ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এর অধীনে কোন আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচের সিদ্ধান্ত ;

(খ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অন্তে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীনে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত রায় ;

(গ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অন্তে ৩ধারা ১০(৩) এর অধীনে উপস্থাপিত অবমুক্তকরণের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত রায় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় উলিখিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রায়ের পূর্বে প্রদত্ত এমন অন্তর্বর্তী আদেশের ব্যাপারে আপীলে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে যাহার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করিয়াছে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদন ধারা ২৩(৩) এর অধীনে খারিজ করিলে সেই আদেশের বিরূদ্ধে আপীল করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উলিখিত সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের ৪৫ (পঁয়তালিশ) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে হইবে এবং এই সময়সীমা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এর Section 5 প্রযোজ্য হইবে না।

১[(৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান পূর্বক আপীল দায়েরের ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে উহার রায় প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, আপীল ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অপীল নিষ্পত্তি করিতে পারিবে:]২

আরো শর্ত থাকে যে, উলিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে ।]২

(৬) কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে আপীল ট্রাইব্যুনাল আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উহার ভিত্তিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে উক্ত রায় ও ডিক্রির অনুলিপি ট্রাইব্যুনাল ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

[৩]১৯। **অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন।**—(১) এই আইনের অধীনে আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং প্রয়োজনবোধে,এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অতিরিক্ত জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে।

(৩) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল ধারা ১৮ এর অধীন দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন আপীল আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

২০। **আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।**—(১) এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত আপীলে উত্থাপিত তথ্যগত প্রশ্নে (question of fact) এবং আইনগত প্রশ্নে (question of law) আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত প্রদানসহ আপীলকৃত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রহিত করিতে বা ক্ষেত্রমত অনুমোদন (confirm) করিতে বা উহা সংশোধন করিতে পারিবে ঃ

[১][তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১০(৮) এ উল্লিখিত বিষয় এবং ট্রাইব্যুনালের রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা][৪] ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না।]

(২) আপীল নিষ্পত্তির সুবিধার্থে আপীল কর্তৃপক্ষ এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে যাহা আপীলের বিষয়বস্তুর সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং যাহা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পরে উদ্ভূত হইয়াছে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন আপীলে উত্থাপিত প্রশ্ন পুনঃশুনানী বা পুনঃসিদ্ধান্তের জন্য ট্রাইব্যুনালে ফেরত (remand) দিবে না, বরং নথিভুক্ত কাগজপত্র এবং সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে ঃ

[৫][তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল [৪]কোন আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচ করিয়া থাকিলে এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত সিদ্ধান্ত রহিত করিলে আবেদনটির উপর শুনানির জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।]

(৪) একই সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক আপীল দায়ের হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল একযোগে ঐ সকল আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি রায় দ্বারা উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

২০ক। [৩]বিলুপ্ত। ২১। [২]বিলুপ্ত।

[২]২২। **[৩]ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি।**- (১) [৩]ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে,[৩]ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল[৩] উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

---

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ধারা ৬ অনুযায়ী ধারা ১৫(১)-এ ১৮০ দিনের পরিবর্তে ৩০০(তিনশত) দিন, ৮(খ) ধারা অনুযায়ী ১৮(৫) প্রতিস্থাপিত।

২. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ১৩(খ) ধারা অনুযায়ী ১৬(৪ক) সন্নিবেশিত, ১৩(খ) ধারা অনুযায়ী ১৬(৫) বিলুপ্ত, ১৪(ক)(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৮(৫) এর শর্তাংশের শেষ অংশ বিলুপ্ত, ১৮ ধারা অনুযায়ী ধারা ২১ বিলুপ্ত, ১৯ ধারা অনুযায়ী ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ১১(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩ এর উপান্তটীকায়, ১১(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩(১)-এ তিনবার, ১১(গ)(আ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩(২)-এ 'অর্পিত' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, ১১(গ)(আ) ও ১১(ঘ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৩(২) ও ১৩(৩)-এ কতিপয় শব্দ,সংখ্যা, বর্ণ বিলুপ্ত, ১২ধারা অনুযায়ী ধারা ১৪ এর উপান্তটীকায়, ১৩(ক) ও ১৩(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৫(১) ও ১৫(৬)-এ 'অর্পিত' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, ১৪(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৬(১) প্রতিস্থাপিত, ১৪(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৬(৩), ১৪(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৬(৪) এ উল্লিখিত 'অতিরিক্ত জেলা জজ বা' শব্দগুলি বিলুপ্ত, ১৫(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৭(ক)-এ কতিপয় শব্দ ও বন্ধনী বিলুপ্ত, ১৫(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ১৭(খ) ও ১৭(গ)-এ 'অর্পিত' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রত্যর্পণযোগ্য' শব্দটি প্রতিস্থাপিত, ১৬ ধারা অনুযায়ী ধারা ১৮(২)এর দফা (ক) ও (গ) এ দুই স্থানে উল্লিখিত 'ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা' শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বিলুপ্ত, ১৭ ধারা অনুযায়ী ধারা ১৯ প্রতিস্থাপিত, ১৮ ধারা অনুযায়ী ধারা ২০ক বিলুপ্ত, ১৯(ক), ১৯(খ), ১৯(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২২ এর উপান্তটীকায়, ২২(১), ২২(২) এ 'বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল' ও 'ইত্যাদির' শব্দগুলির পরিবর্তে ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ১৯(ঘ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২২(৩) এ 'ও বিশেষ আপীর ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে।

২৩। **একতরফা শুনানী ও একতরফা খারিজ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**— ৩(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে কোন আবেদন বা আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উলিস্নখিত বিষয়ে, সঠিকতা ও যথাযর্থতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত বা ক্ষেত্রমত রায় প্রদান করিবে।

(২) ৪ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আবেদন বা আপীল একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করা হইলে একবারের বেশী উক্ত আবেদন বা আপীল পুনর্বহাল বা একতরফা আদেশ রহিতক্রমে পুনঃশুনানী করা যাইবে না।

(৩) ৪[ধারা ১০ এর অধীন পেশকৃত কোন আবেদন বা ধারা ১৮ এর অধীনে দায়েরকৃত কোন আপীল শুনানীর সময় আবেদনকারী বা আপীলকারী উপস্থিত না থাকিলে এবং অন্য কোন পক্ষ শুনানীতে আগ্রহী না হইলে আবেদন বা আপীল খারিজ হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক রায় প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রদত্ত খারিজ আদেশ একবারের বেশী রহিতক্রমে উক্ত আবেদন বা আপীল পুনর্বহাল করা যাইবে না।

২৪। **সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ।**—(১) এই আইনের অধীনে পেশকৃত আবেদন বা দাবী বা আপীলের সমর্থনে সংশিষ্ট পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ ৪ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) ৪ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য বা উপস্থিতি কিংবা কোন দলিল অনুসন্ধান বা উপস্থাপনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত উপস্থিতি, অনুসন্ধান বা উপস্থাপন নিশ্চিত করিবার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির এর বিধান অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির জন্য যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার বা প্রয়োজনীয় কোন দলিল বা কাগজপত্র কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকিলে উহা উপস্থাপনের জন্য ৪ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

২৫। **বিধানের অপর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে ৪[ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের বিশেষ এখতিয়ার।**—এই আইনের অধীন কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির ব্যাপারে এই আইন বা বিধিতে পর্যাপ্ত বিধান নাই বলিয়া মনে করিলে ৪ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া সংশিষ্ট পরিস্থিতিতে উহার বিবেচনামত ন্যায় বিচারের জন্য সহায়ক হয় এইরূপ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। **অ-দাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।**—(১) এই আইনের অধীন আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করা না হইলে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না হইলে বা আপীলে দাবী প্রমাণিত না হইলে সংশিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সরকারি সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা সরকারের বিবেচনামতে যে কোনভাবে ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

২৭। **ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।**—(১) ধারা ২৬ এর অধীনে 'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় বা স্থায়ী ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তি যে হোল্ডিং/খতিয়ানভুক্ত সেই হোল্ডিং/খতিয়ানের যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer), যদি থাকে, তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন এবং এইরূপ সহ-অংশীদার না থাকিলে যিনি বিক্রয়ের পূর্বে ইজারাসূত্রে ভোগদখলভুক্ত ছিলেন তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন।

৪[(২) বিলুপ্ত।

(৩) উপ-ধারা (১) ৪[এর অধীনে ক্রয়কৃত সম্পত্তি কৃষি জমি হইলে উহার ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, 1984 (X of 1984) এবং তদধীন প্রণীত বিধি প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ।**—এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তি উক্তরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে, বা অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা নিষ্পত্তি বা তৎসম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে, কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ, বা উক্ত সম্পত্তি হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত কোন আয় বা সুবিধা, বা সরকার কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি বা সরকার প্রদত্ত ইজারা বা অনুমতিসূত্রে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বা সুবিধা বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ বা অনুরূপ কোন দাবী করিতে পারিবেন না; এবং কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ দাবী করা হইলে উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ উক্ত দাবী সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে।

৪[২৮ক। **'খ' তফসিল বিলুপ্তি, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**-(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত 'খ' তফসির বাতিল হইবে এবং উহা এমনভাবে বাতিল হইবে যেন, উক্ত তফসিলবুক্ত সম্পত্তি কখনোই অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় নাই।

(২) এই আইনের অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উপধারা (১) এর অধীন বিলুপ্তকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষযে ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত যে কোন মামলার রায় বা ডিক্রী বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন উক্ত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল মামলা abate হইয়া যাইবে এবং এইরূপ abatement এর জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) অধীন বাতিলকৃত 'খ' তফসিল সম্পর্কিত কোন আবেদন বা নালিশ জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি যে কোন পর্যয়ে থকুক না কেন উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন 'খ' তফসিল বাতিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে সরকার বা কোন ব্যক্তির কোন স্বত্ব বা স্বার্থ সম্পর্কে প্রচলিত আইনের অধীন প্রতিকার লাভে কোন আইনগত বাধা থাকিবে না।

(৫) ধারা ২০ক বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ধারার অধীন গঠিত কোন বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন, উক্ত ট্রাইব্যুনার বিলুপ্ত হয় নাই এবং মামলায় প্রদত্ত ডিক্রী ধারা২(ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে।

২৯। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**—অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইন বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা এইসব ট্রাইব্যুনালের কোন বিচারক বা সরকারের কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

৩০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের] উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। **বিচারিক কার্যক্রম।**—এই আইনের অধীনে [ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম Penal Code (XLV of 1860) এর section 228 এ উলিখিত বিচারিক কার্যক্রম (Judicial Proceeding) ও Code of Criminal Procedure, 1898 (Act, V of 1898)-এর section 480 তে উলিখিত Civil Court এর কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইবে।]

৩২। **অপরাধ ও দন্ড।**—কোন ব্যক্তি—

(ক) ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালের]৬সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আবেদন বা আপীল করিলে, বা লিখিত বা মৌখিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা নিজের সঠিক পরিচয় গোপন করত: অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে আবেদন বা বক্তব্য পেশ বা সাক্ষ্য প্রদান বা কোন দাবী উপস্থাপন করিলে;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন জাল বা মিথ্যা দলিল উপস্থাপন করিলে; বা

(গ) ৪[ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ বা ডিক্রী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক প্রদত্ত নির্দেশ লংঘন করিলে-

তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এতদ্বারা Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 (XLV of 1974) রহিত করা হইল।

(২) উক্ত রূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জমি সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন পাওনা অপরিশোধিত থাকিলে উহা সরকারি পাওনা (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়কৃত অর্থ বা সম্পদ [১][প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে] জমা হইবে।

(৩) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ০৭নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল। উক্তরূপ রহিতকরণ করা সত্ত্বেও অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্যক্রম, কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

(৪) এতদ্দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

(৫) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০৫নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(৬) উক্তরূপ রহিতকরণ করা সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব

---

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর ১২ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৬(২) প্রতিস্থাপিত, ১৩ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৭(১), ২৭(৩) প্রতিস্থাপিত, ১৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত, ১৬ ধারা অনুযায়ী ৩৩ ধারার ২ উপধারা এর "সরকারি তহবিলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ধারা ১০ অনুযায়ী ধারা ২৬(১) প্রতিস্থাপিত।

৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ২০ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(১) প্রতিস্থাপিত।

৪. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ২০(ক) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(১) এ উলিস্নখিত 'কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা ৰেত্রমত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২০(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(২) এ উলিস্নখিত 'কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২০(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৩(৩) এ উলিস্নখিত 'ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত কোন আবেদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ' শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বর্ণগুলির পরিবর্তে 'ধারা ১০ এর অধীন পেশকৃত কোন আবেদন' শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত, ২১(ক), ২১(খ), ২১(গ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ উলিস্নখিত 'কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলির পরিবর্তে সর্বত্র 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২২(ক), ২২(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৫ এ ও উপান্তটীকায় উলিস্নখিত 'কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২৩(ক), ২৩(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ২৭(২) বিলুপ্ত, ২৭(৩) এ উলিস্নখিত 'এবং (২)' শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত, ২৪ ধারা অনুযায়ী ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত, ২৫ ধারা অনুযায়ী ধারা ৩১ এ ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, ২৬(ক), ২৬(খ), ২৬(খ) ধারা অনুযায়ী ধারা ৩২ এর দফা (ক), (খ), (গ) এ উলিস্নখিত 'জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে/র' পরিবর্তে ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালে/র' প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

পুনর্গঠিত খসড়া ২০২০/০৩/০৫

প্রস্তাবিত 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০'

এস, আর, ও নং -----আইন/২০২০ ।--- অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর ধারা ৩০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ধারা ২৬ ও ২৭ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।— (১) এই বিধিমালা ''অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০'' নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়---

(ক) **''আইন''** বলিতে ''অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন)'' বুঝাইবে;

(খ) **''বিধিমালা''** বলিতে ''অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০'' বুঝাইবে;

(গ) **'সরকারি সম্পত্তি'** বলিতে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২৬ অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি' বুঝাইবে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট ভূমি এবং তদুপরিস্থ অবকাঠামো ও গাছ (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ব্যাখ্যা: সরকারি সম্পত্তি হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তিসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে:

(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৯ অনুযায়ী গেজেটে প্রকাশিত যে সকল ''ক'' তপশিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপধারা (১) অনুযায়ী অনুযায়ী তালিকা প্রকাশের ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে অথবা ধারা ১০ এর উপধারা (১ক) অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের মধ্যে (ক্ষেত্রমত যাহা প্রযোজ্য) যথাযথ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হয় নাই সেই সকল সম্পত্তি;

(২) উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হইলেও যে সকল সম্পত্তি ইতোমধ্যে আবেদনকারীর বিপক্ষে তথা সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, অথচ উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করা হয় নাই সেই সকল সম্পত্তি;

(৩) ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে চলমান মামলাসমূহের ক্ষেত্রে যে সকল মামলায় ভবিষ্যতে সরকারের পক্ষে রায় হইবে, অথচ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করা হইবে না সেই সকল সম্পত্তি;

(৪) আপিল ট্রাইব্যুনালে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে দায়েরকৃত আপিল মামলার ক্ষেত্রে যে গুলিতে ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষে রায় হইয়াছে বা যেগুলিতে ভবিষ্যতে সরকারের পক্ষে রায় হইবে সেই সকল সম্পত্তি।

(ঘ) ''সরকার'' বলিতে ''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়'' বুঝাইবে;

(ঙ) ''জেলা প্রশাসক'' বলিতে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) ''অকৃষি সরকারি সম্পত্তি'' বলিতে অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ এর ধারা ২ এর উপধারা (৪) এ সংজ্ঞায়িত অকৃষি জমি, যাহা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২৬ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তি হিসাবে প্রাপ্ত, তাহাকে বুঝাইবে;

(ছ) ''কৃষি সরকারি সম্পত্তি'' বলিতে অকৃষি সরকারি সম্পত্তি ব্যতীত কৃষিযোগ্য জমি, যাহা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২৬ অনুযায়ী প্রাপ্ত, তাহাকে বুঝাইবে;

(জ)''বাজার মূল্য'' বলিতে এই বিধিমালার বিধি ৫ এ বর্ণিত উপায়ে নির্ধারিত মূল্যকে বুঝাইবে;

(ঝ) **''অস্থায়ী ইজারা''** বলিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২ এর দফা (গ) এ সংজ্ঞায়িত অস্থায়ী ইজারা বুঝাইবে, যাহার সর্বনিম্ন মেয়াদ হইবে ০১ (এক) বৎসর এবং বৎসরের মেয়াদ হইবে ১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত;

(ঞ) **''স্থায়ী ইজারা''** বলিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২ এর দফা (গ) এ সংজ্ঞায়িত স্থায়ী ইজারা বুঝাইবে;

(ট) **''ফরম''** বলিতে এই বিধিমালার তপশিলে সংযোজিত পরিশিষ্ট-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ বর্ণিত কোন ফরম বুঝাইবে;

(ঠ) **''আবেদনপত্র''** ও **''হলফনামা''** বলিতে এই বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত ফরমে প্রণীত আবেদনপত্র ও হলফনামা বুঝাইবে;

(ড) **''স্থায়ী ইজারা দলিল ও অস্থায়ী ইজারা দলিল''** বলিতে এই বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত ফরমে প্রণীত সংশ্লিষ্ট দলিল বুঝাইবে;

(ঢ) ''নির্ধারিত'' বলিতে এই বিধিমালা এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার কর্তৃক পরিপত্র মূলে নির্ধারিত বুঝাইবে;

(ণ) ''অবকাঠামো'' বলিতে অকৃষি সরকারি সম্পত্তিতে বিদ্যমান দালানকোঠা, ঘরবাড়ি বা অন্য কোন অবকাঠামো বুঝাইবে;

(ত) ''গাছ'' বলিতে সরকারি সম্পত্তিতে বিদ্যমান গাছ বুঝাইবে।

(থ) ''সহ-অংশীদার'' বলিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যে হোল্ডিং/খতিয়ানভুক্ত সেই হোল্ডিং/খতিয়ানের যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার, এইরূপ সহ-অংশীদার না থাকিলে যিনি এই বিধিমালা অনুযায়ী স্থায়ী ইজারা প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে ইজারা সূত্রে ভোগদখলভুক্ত ছিলেন তাহাকে বুঝাইবে।

(দ) ''অগ্রাধিকার'' বলিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২৭ এ সংজ্ঞায়িত অগ্রাধিকারকে বুঝাইবে;

৩। 'সরকারি সম্পত্তি' রেকর্ড হালকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি:

(ক) **অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ধারা ২৬ এর উপধারা (১) অনুযায়ী** প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলাপ্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলা'' নামে **সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ১ক নম্বর খতিয়ানভুক্ত**

করিয়া নামজারি ও রেকর্ডকরণের নিমিত্ত জেলাপ্রশাসক ও তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ধারা ২৬ এর উপধারা (১) অনুযায়ী ইতোমধ্যে নিজ অধিক্ষেত্রাধীন প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি সহকারি কমিশনার (ভূমি) স্ব-উদ্যোগে মিস্ মোকদ্দমার মাধ্যমে সরকারের নামে রেকর্ড সংশোধন করিবেন। ট্রাইব্যুনাল/আপিল ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলাসমূহ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রায় প্রাপ্তির সাথে সাথে কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া মিস্ মোকদ্দমা সৃজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি সম্পত্তি সরকারের নামে রেকর্ড সংশোধন নিশ্চিত করিতে হইবে।

(গ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি বিধি ৩ এর দফা (ক) ও (খ) অনুযায়ী সরকারের নামে রেকর্ড সংশোধনের পর তাহা সরকারি সম্পত্তি হিসাবে খাস জমির জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ফরম নম্বর ১০৭২ অনুসারে পৃথক রেজিষ্টার নম্বর ৮ক ''সরকারি সম্পত্তি রেজিষ্টার'' খুলিয়া তাহাতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । উক্তরূপে নিবন্ধিত সরকারি সম্পত্তি ইজারা দেয়ার তথ্যাদি খাস জমি বন্দোবস্ত রেজিষ্টারের অনুরূপ বাংলাদেশ ফরম নম্বর ১০৫৬ অনুসারে পৃথক রেজিষ্টার নম্বর ১২ক ''সরকারি সম্পত্তি ইজারা রেজিষ্টার'' খুলিয়া তাহাতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ রেজিষ্টার জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করিতে হইবে।

৪। **সরকারি সম্পত্তি' ইজারার নীতি:-**

(ক) সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে ও সরকারের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন, এইরূপ সংশ্লিষ্ট সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট সকল সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষার নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে কৃষি, অকৃষি নির্বিশেষে সকল সরকারি সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারা দিতে হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী ইজারা প্রদান করা সম্পন্ন না হইবে ততদিন পর্যন্ত উক্তরূপ অস্থায়ী ইজারা কার্যক্রম চলিতে থাকিবে। শর্ত ভংগ না করিলে পূর্ববর্তী অস্থায়ী ইজারা প্রাপকের অনুকূলে এই বিধিমালার অধীনে অস্থায়ী ইজারা নবায়ন করা যাইবে।

(খ) সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপণ আইন ২০০১ এর ধারা ২৭ এর উপধারা (১) এ বর্ণিত অগ্রাধিকার প্রযোজ্য হইবে। কৃষি, অকৃষি নির্বিশেষে সকল সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে এই উপবিধিতে বর্ণিত ইজারা গ্রহীতা বিধি ৫ অনুযায়ী নির্ধারিত বাজার মূল্যে স্থায়ী ইজারা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(গ) বিধি ৪ এর দফা (খ) তে বর্ণিত কাহাকেও স্থায়ী ইজারা প্রদানের জন্য না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে:

(১) সরকারি প্রয়োজনে যে কোন সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর বা সংস্থাকে প্রয়োজন মাফিক কৃষি বা অকৃষি সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে বিধি ৫ অনুযায়ী নির্ধারিত বাজার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে;

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানা, আশ্রম, কবরস্থান, শ্মশানঘাট স্থাপনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অকৃষি সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বিধি ৫ অনুযায়ী নির্ধারিত বাজার মূল্যের ৫০% মূল্য পরিশোধ করা যাইবে;

(৩) সরকার প্রধান উপযুক্ত বিবেচনা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে আবাসিক প্রয়োজনে মেট্রোপলিটন বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) এবং মেট্রোপলিটন বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ) অকৃষি সরকারি সম্পত্তি বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত বাজার মূল্যে স্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে;

(৪) সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে একই শ্রেণির বা একই বৈধ পেশার কমপক্ষে ১০ জন বা তদূর্ধ সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে তাহাদের নিজস্ব আবাসিক প্রয়োজনে বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে ও শর্তে মেট্রোপলিটন বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.৩৩ একর (তেত্রিশ শতাংশ) এবং জেলা বা উপজেলা সদরে সর্বোচ্চ ০.৬৬ একর (ছেষট্টি শতাংশ) অকৃষি সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে জনপ্রতি সর্বোচ্চ হার হইবে মেট্রোপলিটন বা সিটি কর্পোরেশন

এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৩ একর (তিন শতাংশ) এবং জেলা বা উপজেলা সদরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ)। এ দফায় বর্ণিত সমবায় সংগঠন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত হইলে নির্ধারিত বাজার মূল্যের ৫০% মূল্য পরিশোধ করা যাইবে। অন্যান্য শ্রেণি বা পেশার সমবায় সংগঠনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বাজার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে;

(৫) শহর এলাকার বাহিরে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদনকারী যদি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মোট জমির তিন চতুর্থাংশ নিজে সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তদ্ সন্নিহিত এলাকায় সরকারি সম্পত্তির অবস্থান এমন যে উহা উক্ত শিল্প স্থাপনের জন্য অত্যাবশ্যক হইলে বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ এক চতুর্থাংশ সরকারি সম্পত্তি (কৃষি/ অকৃষি যাহাই হউক না কেন) নির্ধারিত বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ৫০% বেশি মূল্যে স্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে;

(৬) কারখানা ও বাড়ি সংলগ্ন সরকারি সম্পত্তি আছে এবং এই সরকারি সম্পত্তির অবস্থান এমন যে উহা অন্য কাহাকে ইজারা প্রদান করিলে বাড়ি বা শিল্প কারখানায় যাতায়াতের অসুবিধাসহ অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হইবে সেই ক্ষেত্রে বাড়ির মালিক বা শিল্প কারখানার অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এই সরকারি সম্পত্তি (কৃষি/অকৃষি যাহাই হউক না কেন) নির্ধারিত বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ২৫% বেশি মূল্যে স্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) স্থায়ী ইজারা প্রক্রিয়াধীন সরকারি সম্পত্তি কৃষি জমি হইলে উহার ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance,1984 (১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ)-এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(ঙ) গৃহহীনদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আশ্রয়ণ, গুচ্ছগ্রাম বা অনুরূপ কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক হইলে তজ্জন্য সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও বিনামূল্যে বরাদ্দ করা যাইবে।

৫। বাজারমূল্য নির্ধারণ:

(ক) সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারার নিমিত্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য নিমণরূপ জেলা কমিটি গঠিত হইবে:

(১) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৪) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
(৫) জেলা রেজিষ্ট্রার	সদস্য
(৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
(৭) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে সংযোজন করিতে পারিবে।

(খ) স্থায়ী ইজারার জন্য প্রস্তাবিত সরকারি সম্পত্তির গড় বাজারমূল্য সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হইতে সংশ্লিষ্ট মৌজার একই শ্রেণির জমির বিগত ১২ মাসের অন্তত: ৫টি দলিলের ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের তথ্য সংগ্রহ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি ৫টি দলিল না পাওয়া যায়, তবে প্রাপ্ত দলিলসমূহের গড় অথবা সংশ্লিষ্ট মৌজার গড় বিক্রয় মূল্যের রেট, যাহা অধিক হইবে, উহার ভিত্তিতে বাজার মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে। প্রস্তাবিত জমির উপর দালান/ঘরবাড়ি/অবকাঠামো থাকিলে উহার মূল্য গণপূর্ত বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে এবং গাছপালা থাকিলে উহার মূল্য বন বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে। (ক) উপবিধিতে বর্ণিত কমিটি সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত জমির স্থায়ী ইজারার নিমিত্ত বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবে।

৬। সরকারি সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারা প্রদান কার্যক্রম:

(ক) সরকারি সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অস্থায়ী ইজারা প্রস্তাব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(খ) অস্থায়ী ইজারা নবায়নের জন্য পৌর এলাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই সহকারী কমিশনার (ভূমি) নথি উপস্থাপন করিবেন।

(গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাঁহার কার্যালয়ে সরকারি সম্পত্তি ইজারা নথি সংরক্ষণ করিবেন। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় অটোমেশনের আওতায় আসিলে এ সংক্রান্ত তথ্য ও নথি সেখানেও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ইজারার তথ্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করিতে হইবে।

(ঘ) অস্থায়ী ইজারার বা অস্থায়ী ইজারা নবায়নের প্রস্তাব অনুমোদনের পর ইজারা গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট কৃষি ও অকৃষি সরকারি সম্পত্তির সালামীর অর্থ, অর্পিত সম্পত্তির অস্থায়ী ইজারার জন্য বিদ্যমান প্রযোজ্য হারে অগ্রীম এককালীন পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় ইজারার চুক্তিপত্র সম্পাদন কিংবা ইজারার আদেশ জারি করা যাইবে না। সরকার সময় সময় সালামীর এই হার পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(ঙ) অস্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য পরিশোধের পর সরকার পক্ষে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অস্থায়ী ইজারা দাতা (Lessor) হিসাবে ইজারা গ্রহীতার সাথে (Lessee) চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবেন। অস্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদিত হইবে, তবে রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হইবে না।

(চ) এই বিধির আওতায় নিবন্ধিত হইয়া সরকারি সম্পত্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী ইজারা কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য নির্ধরিত হারে একসনা ভিত্তিক অস্থায়ী ইজারা অব্যাহত রাখিতে হইবে; এই ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য বিদ্যমান অর্পিত সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য নির্ধারিত কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করিতে হইবে।

(ছ) অস্থায়ী ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দায়হীনভাবে সরকারি দখল ও নিয়ন্ত্রণে আসিবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উক্ত ভূমি পূর্ব ইজারা গ্রহীতাকে আবেদন সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনরায় অস্থায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে।

৭। সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা প্রদান কার্যক্রম:

(ক) সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারার জন্য প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট সরকারি সম্পত্তির বাজার মূল্য বিধি ৫ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্থায়ী ইজারার ০২ (দুই) কপি কেস নথি সৃজন করিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্বীয় মতামত ও স্বাক্ষর প্রদান করিয়া ডুপ্লিকেট কেস নথি সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে এবং মূল কেস নথি জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করিবেন। জেলা প্রশাসক স্থায়ী ইজারার সুস্পষ্ট প্রস্তাব,সার-সংক্ষেপ ও আদেশপত্রসহ ইজারা বিষয়ক নথিটি সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(জ) জেলা প্রশাসক,সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পূর্বে প্রস্তাবটি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করিবেন এবং প্রস্তাবিত জমি তিনি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করাইয়া তাহার সুস্পষ্ট সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিবেন;

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকের প্রেরিত ইজারার প্রস্তাব নিষ্পত্তিপূর্বক সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে তথ্য সংরক্ষণ করিয়া মূল কেস নথি জেলা প্রশাসক বরাবর ফেরত প্রদান করিবে। জেলা প্রশাসক স্বীয় অফিসে সংশ্লিস্ট রেজিস্টারে তথ্য সংরক্ষণসহ কেস নথির অনুলিপি সংরক্ষণ করিয়া মূল নথি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত স্থায়ী ইজারা নথিটি পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার(ভূমি) ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে সমুদয় ইজারা মূল্যসহ সরকারি পাওনাদি আদায় করিয়া ইজারা দলিল সম্পাদনের নিমিত্ত

যথাযথ প্রস্তুতিসহ কেস নথি পুনরায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(ঙ) ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধের পর নির্ধারিত ফরমে ইজারা দলিল সম্পাদন করিয়া সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে; সরকার পক্ষে জেলাপ্রশাসক স্থায়ী ইজারা দাতা(Lessor) হিসাবে স্বাক্ষর করিবেন; এই ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহিতা (Lessee) প্রযোজ্য সকল সরকারি পাওনা (রেজিস্ট্রেশন ফি, ভ্যাট, আয়কর, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর ইত্যাদি) পরিশোধ করিবেন এবং সকল আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করিবেন;

(চ) স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে মেয়াদ হইবে ৯৯ (নিরানব্বই) বৎসর; এ ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা উক্ত ভূমির সকল স্বত্ব ভোগ করিতে পারিবেন।

৮। ইজারা সরকারি সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ:

(ক) স্থায়ী ইজারা প্রস্তাব অনুমোদনের পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ইজারা গ্রহীতাকে তা অবিলম্বে অবহিত করে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে নির্দেশনা প্রদান করিবেন। এ সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বাতিল হইয়া যাইবে;

(খ) উপবিধি (ক) তে যাহাই থাকুক না কেন স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ইজারা গ্রহীতা জেলা প্রশাসকের নিকট কিস্তিতে ইজারা মূলয় পরিশোধ করার আবেদন জানাইলে জেলাপ্রশাসক ইজারা মূল্যের উপর বার্ষিক ৫% সরল সুদসহ মোট প্রদেয় টাকা ১২ (বার) মাসের মধ্যে অনধিক ৩(তিন)টি সমান কিস্তিতে আদায়ের অনুমোদন দিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা সমুদয় টাকা অনধিক ১২ (বার) মাসের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বাতিল হইয়া যাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ইজারা বাতিলকৃত ব্যক্তি ইতোমধ্যে ইজারা বাবদ কোন অর্থ প্রদান করিয়া থাকিলে তাহা ৫% (শতকরা পাঁচ) ক্ষতিপূরণ হিসাবে কর্তন করিয়া

প্রাপ্য অর্থ বিনাসুদে ফেরত দেয়া যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সম্পত্তি পুনরায় নূতন করিয়া ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) ইজারা গ্রহীতা (স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় ক্ষেত্রে) নির্ধারিত ইজারা মূল্য ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পৌরকর, ইউপি ট্যাক্স, পানির বিল, সুয়্যারেজ বিল, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্য যে কোন কর বা ফি যথাযথভাবে পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন; তবে স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর ইজারা গ্রহীতা পরিশোধ করিবে এবং অস্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর অর্পিত সম্পত্তির তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে;

(ঙ) এই বিধির আওতায় নিবন্ধিত সরকারি সম্পত্তির অস্থায়ী ও স্থায়ী ইজারা মূল্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সম্পূর্ণ আদায়ের পর তাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করিতে হইবে। কিস্তির সুবিধা প্রদত্ত ইজারার আদায়কৃত কিস্তির অর্থ সাময়িকভাবে জমা রাখার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা/থানা সদরে সোনালী ব্যাংক শাখায় এতদসংক্রান্ত একটি এসটিডি হিসাব খুলিয়া তাহাতে সংরক্ষণ করিবেন এবং ইজারার সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের পর তাহা যথারীতি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করিবেন।

৯। ইজারা বাতিল বিষয়ক-

(ক) ইজারা গ্রহীতাকর্তৃক নিম্নলিখিত হেতু উদ্ভব করা হইলে (স্থায়ী / অস্থায়ী উভয় ক্ষেত্রে)ইজারা বাতিল হইয়া যাইবে-

(১) ইজারা প্রস্তাব অনুমোদনের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হইলে;

(২) ইজারার কোন শর্ত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করিলে;

(৩) ভূমি সংক্রান্ত প্রচলিত সরকারি আইন, বিধি, আদেশ লঙ্ঘন করিলে;

(৪) ইজারা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা গ্রহণের পর কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রাখিলে বা কোন জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে;

(৫) অস্থায়ী ইজারা যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইবে, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে তদ্ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে তাহা ব্যবহার করিলে ; এবং/অথবা

(৬) স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে দলিল রেজিস্ট্রির পূর্বে সংশ্লিষ্ট সরকারি সম্পত্তির কোনরূপ পরিবর্তন করিলে।

(খ) অস্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে উপবিধি (ক)তে বর্ণিত কোন কারণ উদ্ভূত হইলে বা শর্ত ভঙ্গের বিষয় প্রকাশ হইলে সহকারী কমিশনার(ভূমি) জেলাপ্রশাসকের অনুমোদন নিয়া অস্থায়ী ইজারা বাতিল করিবেন ও ইতোমধ্যে প্রদত্ত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবেন এবং উক্ত জমির দখল গ্রহণ করিবেন: এই ক্ষেত্রে অস্থায়ী ইজারা চুক্তিপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(গ) স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে উপবিধি (ক)তে বর্ণিত কোন কারণ উদ্ভূত হইলে বা শর্ত ভঙ্গের বিষয় প্রকাশ হইলে জেলাপ্রশাসক ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে স্থায়ী ইজারা বাতিল করিবেন এবং সাথে সাথে উক্ত ইজারা দলিলের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন, সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবেন এবং পুন: ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা নিবেন।

১৫। অন্যান্য শর্তাবলী:

(ক) ইজারা গ্রহীতাকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) বাংলাদেশের যে কোন শহরাঞ্চলে জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট আছে এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন আবাসিক প্রয়োজনে শহরাঞ্চলে কোনরূপ অকৃষি সরকারি সম্পত্তি ইজারা পাইবার যোগ্য/অধিকারী হইবেন না। তবে বিধি ৪ এর দফা (খ)তে বর্ণিত ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) সরকারি সম্পত্তি ইজারার আবেদন নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নির্ধারিত ফরমে অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত তাহার আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদির সত্যতা সম্পর্কে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন;

(চ) জেলা প্রশাসক প্রতিমাসের ৭(সাত) তারিখের মধ্যে এই বিধিমালার পরিশিষ্টতে বর্ণিত নির্ধারিত ছকে পূর্ববর্তী মাসের স্থায়ী ইজারার কেস নিষ্পত্তির একটি বিবরণী সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

১১। ইজারাকৃত ভূমি সম্পর্কে উদ্ভূত যে কোন বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে অর্পিত সম্পত্তি ইজারা প্রদান সংক্রান্ত পূর্বের সকল নীতিমালা, সার্কুলার, স্মারক, নির্দেশ ইত্যাদি যতটুকু এই বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হইবে ততটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ইতোপূর্বে বলবৎ নীতি, সার্কুলার ইত্যাদি বলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ইজারা জনিত কারণে প্রাপ্য সরকারি বকেয়া পাওনা আদায় করিতে হইবে।

১৩। প্রয়োজন অনুসারে এই বিধিমালা পরিপত্র দ্বারা পরিবর্তন করা যাইবে এবং কেবলমাত্র বিধিমালার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার-প্রধানের সার্বিক এখতিয়ার সংরক্ষিত থাকিবে।

১৪। ইজারা কেস নথির সঙ্গে প্রেরিতব্য আবশ্যকীয় তথ্যাদি, কাগজপত্র ও করণীয়:

(ক) অনুমোদনের জন্য প্রেরিতব্য প্রত্যেকটি ইজারা কেস নথির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করিবেন;

(খ) সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাবিত জমির চতুর্দিকের ১০০ (একশত) মিটার ব্যাসার্ধের অন্তর্ভুক্ত স্থানের একটি চিটা নক্সা (মৌজা ম্যাপের সত্যায়িত কপি সহ) সংযোজন করিতে হইবে;

(গ) মৌজা ম্যাপে উপরের দফা (খ) অনুযায়ী অংকিত বৃত্তভুক্ত সকল দাগের জমির বর্তমান শ্রেণি, বর্তমান ব্যবহার ও জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) ইজারার জন্য প্রস্তাবিত ভূমি লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে;

(ঙ) একই ভূমির উপর একাধিক আবেদন থাকিলে জেলাপ্রশাসক সবগুলি আবেদনপত্র একসঙ্গে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মতামতসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন;

(চ) স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে বাজারমূল্য নির্ধারণের সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য রেকর্ডপত্র সংযোজন করিতে হইবে;

(ছ) ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানা, আশ্রম, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, সিমেট্রী স্থাপনের জন্য ইজারা আবেদনের সাথে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার সংস্থার (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ) নিকট হইতে ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ সংযুক্ত করিতে হইবে; বিধি ৪ এর দফা (খ) তে বর্ণিত স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সহঅংশীদার দাবীদার হইলে দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(জ) শহর এলাকার বাহিরে শিল্প/কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় জমির তিন-চতুর্থাংশের মালিকানার সমর্থনে প্রমাণপত্রসহ শিল্প/কারখানা প্রতিষ্ঠা/স্থাপনের সময়সীমা উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঝ) শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য জমি/সম্পত্তি ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ইনভেষ্টমেন্ট সিডিউল, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট এবং কারখানা স্থাপনের সময়সীমা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে;

(ঞ) কারখানা ও বাড়ি সংলগ্ন সরকারি সম্পত্তি ইজারার ক্ষেত্রে পাবলিক ইজমেন্ট বাধাগ্রস্ত হইবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

[illegible] অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ এর ধারা ২৬ উপধারা (২) মতে কোন সরকারি সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের প্রয়োজন হইলে এ ক্ষেত্রে বিক্রয়কার্য উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং সরকার প্রধানের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

[illegible] রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত এই বিধিমালা দেশের অন্যান্য সকল জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পরিশিষ্টসমূহ:

পরিশিষ্ট-১ : আবেদন পত্রের ফরম
পরিশিষ্ট-২ : অঙ্গীকার/হলফ নামার ফরম
পরিশিষ্ট-৩ : অকৃষি /কৃষি সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা দলিলের ফরম
পরিশিষ্ট-৪ : অকৃষি/কৃষি সরকারি সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারা চুক্তির ফরম
পরিশিষ্ট-৫ : সরকারি সম্পত্তির স্থায়ী ইজারা প্রদানের তথ্য প্রতিবেদন ফরম

পরিশিষ্ট-১

<u>আবেদন পত্রের ফরম</u>
[বিধি ২(ট) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসক
..........................।

বিষয়ঃ .... জন্য/প্রয়োজনে সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী/ অস্থায়ী ইজারা পাইবার জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি/আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী/স্বাক্ষরকারীগণ নিম্ন তপশিল বর্ণিত ভূমি ও তদস্থিত দালান/বাড়ী/ঘর/অবকাঠামো............................ প্রয়োজনে আমার/ আমাদের অনুকূলে স্থায়ী/ অস্থায়ী ইজারা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাগজপত্রসহ আবেদন করিতেছি।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের নিকট আমার/আমাদের দাখিলীয় আবেদন ও কাগজপত্রাদি বিবেচনা করে নিম্ন তপশিল বর্ণিত ভূমি আমার/আমাদের অনুকূলে স্থায়ী/ অস্থায়ী ইজারা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করিতেছি।

তারিখঃ

নিবেদক

১। ....
....
....
....
....

সংযুক্তিঃ
১। ....সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি;
২। ..../- (.........) টাকার ষ্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা;
৩। সত্যায়িত ছবি;
৪। জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি।

<u>তপশিলভূমির পরিচয়</u>

জেলা-........., উপজেলা- ...., মৌজা-................., জেএল নং-

খতিয়ান নং	দাগ নং	প্রার্থিত জমির পরিমাণ (একরে)

[বি:দ্র: প্রয়োজনে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা যাবে]

<u>অঙ্গীকার/হলফ নামার ফরম</u>

[বিধি ২(ট) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসক

.............।

বিষয়: ....জন্য/প্রয়োজনে সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী/ অস্থায়ী ইজারা পাইবার জন্য অঙ্গীকার/হলফ নামা।

জনাব,

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী/ নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এ মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,...............প্রয়োজনে আবেদনে বর্ণিত ..... জেলার .... থানাধীন .... মৌজার ..... এর ভূমি ও তদস্থিত দালান/ বাড়ি/ ঘর/ অবকাঠামো আমার/আমাদের অনুকূলে ....জন্য/প্রয়োজনে উক্ত সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী/ অস্থায়ী ইজারা পাইবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাগজপত্রসহ যে আবেদন করিয়াছি উহার বর্ণনা সর্বাংশে সত্য।

আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদনে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে আবেদিত ভূমি ব্যবহার করা হইবে না। সরকার আরোপিত সকল শর্ত প্রতিপালনে বাধ্য থাকিব এবং সরকার নির্ধারিত সেলামী পরিশোধেও বাধ্য থাকিব। আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, স্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে ইজারা দলিল রেজিষ্ট্রির পূর্বে এবং অস্থায়ী ইজারার ক্ষেত্রে ইজারাকৃত সম্পত্তির প্রকৃতি কোন প্রকারেই পরিবর্তন করা হইবে না।

বিনীত নিবেদক

তারিখঃ

১। ....

....

....

....

[বি:দ্র: প্রয়োজনে অতিরিক্ত হলফ/অঙ্গীকার সংযোজন করা যাবে]

অকৃষি /কৃষি সরকারি সম্পত্তি স্থায়ী ইজারা দলিলের ফরম

[বিধি ২(ট) দ্রষ্টব্য]

এই স্থায়ী ইজারা দলিল রাষ্ট্রপতির পক্ষে জেলা প্রশাসক, -- (যিনি অতঃপর ইজারা দাতা বলিয়া অভিহিত হইবেন)) ---------------------------প্রথম পক্ষ/ ইজারা দাতা এবং

-------------------- পিতা/স্বামী ------------------- মাতা- ------------------- স্থায়ী ঠিকানা ----------------- ------------------------ উপজেলা --------------------- জেলা ---
বর্তমান ঠিকানা --------------------------------বয়স/জন্ম তারিখ- ----------------- পেশা ----------------ধর্ম- --- ---------------- জাতীয়তা- ----------------জাতীয় পরিচিতি নম্বর- ----------------------------
(যিনি অতঃপর ইজারা গ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবেন)------------ দ্বিতীয় পক্ষ / ইজারা গ্রহীতা

পক্ষগণের মধ্যে অদ্য ২০--- সালের ------ মাসের ------ তারিখে বর্ণিত মর্মে দলিল সম্পাদিত হইতেছে:

যেহেতু ইজারা গ্রহীতা নিম্ন তপশিলে বর্ণিত কৃষি/ অকৃষি সরকারি সম্পত্তি (জমি/ গাছ/ দালান/ ঘর/ অবকাঠামো) অফিস/ধর্মীয় উপাসনালয়/ কবরস্থান/ শ্মশানঘাট/ কৃষি/ আবাসিক/ বাণিজ্যিক/ শিল্প/ হোটেল/ মোটেল/ ……………..এর কাজে ব্যবহারের জন্য স্থায়ী ইজারা চাহিয়া আবেদন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু উক্ত ইজারার আবেদন সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন;

যেহেতু, এখন লীজ গ্রহীতা অত্র দলিলের তফসিলভুক্ত সরকারি সম্পত্তির ধার্যকৃত মোট সালামী ----------------------- টাকা চালান নম্বর-----------,তারিখ------------------খ্রি:,---------------ব্যাংক,-----------শাখা মূলে পরিশোধ করায়, সরকার, ইজারা গ্রহীতাকে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০' অনুযায়ী নিম্নোক্ত শর্তে স্থায়ী ইজারা প্রদান করিলেন। এই স্থায়ী ইজারা দলিল রেজিষ্ট্রির তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

এই মর্মে সম্যক অবগত হইয়া সজ্ঞানে ও সেচ্ছায় আমরা উভয় পক্ষ উপস্থিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে উপরে বর্ণিত তারিখে এই স্থায়ী ইজারা দলিলে সীল স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদন করিয়া দিলাম।

জেলা প্রশাসক
(প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর)

উপস্থিত স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর: -------------------------

(২য় পক্ষের স্বাক্ষর)

১।

২।

তপশিল

জেলা: উপজেলা: মৌজা: জেএল নম্বর:

খতিয়ান নম্বর: দাগ নম্বর: জমির শ্রেণি:

জমির পরিমাণ: অবকাঠামোর(যদি থাকে)বিবরণ:

চৌহদ্দি:

উত্তর: দক্ষিণ: পূর্ব: পশ্চিম:

শর্তাবলীঃ

১. এই দলিলে বর্ণিত শর্তাবলী ইজারা গ্রহীতা, তাহার উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধির উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং তাহারা শর্তাবলী মান্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২. ইজারা গ্রহীতা ইজারাকৃত সরকারি সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, হোল্ডিং ট্যাক্স, অন্যান্য কর প্রচলিত হারে নিয়মিত পরিশোধ করিবেন।

৩. এই ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এই সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে উত্তরাধিকারীরা স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং তাহার নাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নামজারি করিতে হইবে।

৪. ইজারা গ্রহীতা এই সম্পত্তির ইমারতের উপর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যে কোন আরোপিত কর, ফিস, পৌরকর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিল পরিশোধ করিবেন।

৫. ইজারা গ্রহীতা এই সম্পত্তির সীমানা ও আয়তন বজায় রাখিবেন এবং সীমানা পিলার/দেওয়াল দ্বারা সীমানা সংরক্ষণ করিবেন। সীমানা চিহ্ন অপসারণ করা হইলে বা হারাইয়া গেলে লীজ গ্রহীতার ব্যয়ে উহা পুনঃস্থাপন/মেরামত করা হইবে এবং এই ব্যয় সরকারি প্রাপ্য হিসাবে আদায় করা হইবে।

৬. এই সম্পত্তি জনস্বার্থে সরকারের প্রয়োজন হইলে বিধান অনুযায়ী সরকার অধিগ্রহণ করিতে পারিবে। তজ্জন্য ইজারা গ্রহীতা জেলাপ্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত আইন/বিধি সম্মত ক্ষতিপূরণ পাইবেন।

৭. ইজারা দাতা এই সম্পত্তির ভূগর্ভস্থ সম্পদের মালিক থাকিয়া যাইবেন এবং উক্ত খনিজ সম্পদ উত্তোলন/সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবেশ/নির্গমন পথ ও তৎসংশ্লিষ্ট অধিকার সরকার সংরক্ষণ করিবেন।

৮. এই ইজারা দলিলের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে বা অমান্য করিলে ইজারা দাতা লিখিতভাবে এই ইজারা বাতিল করিতে পারিবেন।

জেলা প্রশাসক
(প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর)

উপস্থিত সাক্ষীগণের নাম:

(২য় পক্ষের স্বাক্ষর)

১.

২.

পরিশিষ্ট-৪

অকৃষি/কৃষি সরকারি সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারা চুক্তির ফরম
[বিধি ২(ট) দ্রষ্টব্য]

এই অকৃষি/কৃষি সরকারি সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারা চুক্তিনামা সরকার পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি)------(অতঃপর যিনি অস্থায়ী ইজারা দাতা বলিয়া অভিহিত হইবেন)---------------------প্রথম পক্ষ/ অস্থায়ী ইজারা দাতা

এবং

-- পিতা: ------------------------------ স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ------ ------------------------------- উপজেলা -- জেলা ----------------- বর্তমান ঠিকানা -------------------------- পেশা -------------- (যিনি অতঃপর অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবেন)--দ্বিতীয় পক্ষ/ অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা

পক্ষগণের মধ্যে অদ্য --------- সনের ----------- মাসের ------------ তারিখে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পাদিত হইতেছে:

যেহেতু অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা নিম্নের তপশিলেবর্ণিত অকৃষি/কৃষি জমি অস্থায়ী ইজারা নেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং

যেহেতু সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক অস্থায়ী ইজারা দাতা হিসাবে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন;

যেহেতু, অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা অত্র দলিলের তফসিলভুক্ত জমির ধার্য্যকৃত বাৎসরিক সালামী --------- হিসাবে নির্ধারিত সর্বমোট সালামী --------------------- টাকা নগদ পরিশোধ করিয়াছেন;

সেহেতু এখন অস্থায়ী ইজারা দাতা নিম্ন তফসিলভুক্ত অকৃষি/কৃষি সরকারি সম্পত্তি (ভূমি/বাগান/বাড়ী) লীজ গ্রহীতাকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনে ----------বৎসরের জন্য অস্থায়ী ইজারা প্রদান করিলেন। এই অস্থায়ী ইজারা --------------- তারিখ হইতে বলবৎ হইবে এবং --------------- তারিখে শেষ হইবে।

তপশিল

জেলা: উপজেলা: মৌজা: জেএল নম্বর:

খতিয়ান নম্বর: দাগ নম্বর: জমির শ্রেণী:

জমির পরিমাণ: অবকাঠামোর(যদি থাকে)বিবরণ:

চৌহদ্দি:

উত্তর: দক্ষিণ: পূর্ব: পশ্চিম:

শর্তাবলীঃ

১ অস্থায়ী ইজারাভুক্ত জমির উপর কোন ইমারত বা স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

২ এই জমি হইতে অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা কোন বালু, পাথর, কাদামাটি ইত্যাদি বিক্রয় বা অপসারণ করিতে পারিবে না। এই জমিতে কোন প্রকার খনন কাজ বা জমির শ্রেণি বা মূল্য কমিয়া যায় এরূপ কোন কাজ অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা করিতে পারিবে না।

৩ প্রতিবেশী ভূমি মালিকের অসুবিধা/বিরক্তিকর কোন কাজ করা যাইবে না।

৪ অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা জমির সীমানা ও আয়তন সংরক্ষণ করিবেন এবং কেহ অনুপ্রবেশ করিলে তাহা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নজরে আনিবেন।

৫ অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা এই জমি বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক বা অন্য কোনভাবে দায়বদ্ধ করিতে পারিবে না।

৬ অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা যে কোন সময়ে এই অস্থায়ী ইজারাকৃত জমি পরিদর্শন বা জমির উপর নির্মিত গৃহ ইত্যাদি পরিদর্শনের জন্য অস্থায়ী ইজারা দাতা বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রবেশাধিকার দিবেন।

৭ অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে নাম পরিবর্তনের জন্য কালেক্টর বা তাহার স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট উত্তরাধিকারীগণের নাম ঠিকানা সরবরাহ করিবেন।

৮ এই অস্থায়ী ইজারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের কারণে বা অস্থায়ী ইজারা মেয়াদ শেষ হইলে এই চুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী ব্যতিরেকে জমির দখল অস্থায়ী ইজারা দাতা বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া দিবেন।

৯ অস্থায়ী ইজারা গ্রহীতা আইনানুযায়ী কর প্রদান ও শর্ত পালন সাপেক্ষে অস্থায়ী ইজারা মেয়াদ মধ্যে এই জমি শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করিতে পারিবেন।

১০ অস্থায়ী ইজারা দাতা যে কোন সময়ে নোটিশ প্রদান করিয়া অস্থায়ী ইজারা বাতিল করিতে পারিবেন এবং জমির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত শর্তাবলীর মর্ম সম্যক অবগত হইয়া সজ্ঞানে ও সেচ্ছায় সাক্ষীগণের সম্মুখে উভয় পক্ষ এই অস্থায়ী ইজারা চুক্তিপত্র অদ্য সহি সম্পাদন করিয়া দিলেন.

সাক্ষীঃ

সহকারী কমিশনার (ভূমি)
(প্রথম পক্ষ)

১।

(২য় পক্ষ)

২।

পরিশিষ্ট-৫

সরকারি সম্পত্তির স্থায়ী ইজারা প্রদানের তথ্য প্রতিবেদন ফরম

[বিধি ২(ট) দ্রষ্টব্য]

জেলার নাম: ....   প্রতিবেদনের মাস: ....

ক্রম	উপজেলা/সার্কেল	বিগত মাস পর্যন্ত চূড়ান্তকৃত		বিবেচ্য মাসে চূড়ান্তকৃত		সর্বমোট চূড়ান্তকৃত		মন্তব্য
		কেস সংখ্যা	জমির পরিমাণ(একর)	কেস সংখ্যা	জমির পরিমাণ(একর)	কেস সংখ্যা	জমির পরিমাণ(একর)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৬	০৭	০৮
	সর্বমোট=							

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর ও সীল মোহর

প্রাপক:
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।